ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ক্যাটরিনা যা ব্যবহার করেন যৌবন ধরে রাখতে!

পৃঃ ৫

বিশ্বের সেরা তিন ব্যাটসম্যানের নাম প্রকাশ করলেন আমির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮০ ● কলকাতা ● ১৫ আষাঢ়, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০১ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নিশীথ প্রামাণিককে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র, কোচবিহারে বিজেপি বিধায়কদেরও নিরাপত্তা বাড়ল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচবিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবার বিজেপি সাংসদ ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তাই পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার আগে থেকেই উত্তপ্ত রয়েছে কোচবিহার। মার পাল্টা মারের রাজনীতি চলছেই। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের নিরাপত্তা বাড়িয়ে জেড প্লাস করে দিল কেন্দ্রের সরকার। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, লোকসভা ভোটে নিশীথের লড়াই সহজ নয়। গত লোকসভা ভোটের সময়ে তৃণমূল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে গেছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। তাঁরা বেশিরভাগই পুরনো দলে ফিরে গেছেন। নিশীথ বুঝতে পারছেন, পঞ্চায়েত ভোটে কোচবিহারে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন না পেলে লোকসভা ভোটে চাপ বা▯ড়তে পারে। সেই কারণেই তিনি এবার আরও মরিয়া।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে নিশীথ হলেন অমিত শাহর জুনিয়ার মন্ত্রী। অমিত শাহর নির্দেশেই তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। এরই পাশাপাশি কোচবিহারে

এরপর ৩ পাতায়

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, 'কালীঘাটের কাকু'কে ১৬ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্ত্রী মৃত্যুর পর জামিনের আবেদন করেছিলেন 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র। সেই আর্জি খারিজ করলেও তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার সুজয়কে তাঁর স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের জন্য সেই প্যারোলের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিল আদালত। এর মধ্যে একটি শর্তে 'কালীঘাটের কাকু'র উপর কড়া নজরদারির কথাও।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কে এক জন 'অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র' হিসাবে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রেই এমনটা জানা গিয়েছে। একদা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি দফতরের কর্মী সুজয় ইদানীং প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা করতেন। অভিষেককে এখনও 'সাহেব' বলে সম্বোধন করেন সুজয়। নিয়োগ মামলায় তাঁর নাম প্রথম প্রকাশ্যে আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডলের বক্তব্যে। তাপস জানিয়েছিলেন, নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষ তাঁকে 'কালীঘাটের কাকু'র কথা জানিয়েছিলেন। এর পরই সুজয়ের উপর নজর পড়ে তদন্তকারীদের। গত ৩০ মে তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। সুজয়ের গ্রেফতারির সময় থেকেই অসুস্থ ছিলেন তাঁ স্ত্রী বাণী ভদ্র। গত মঙ্গলবার রাতে নিউ আলিপুরের বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে শুনানি ছিল সুজয়ের জামিন মামলার। নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার সুজয়ের জামিনের আবেদন আগের দিনই খারিজ করেছিল হাই কোর্ট। তবে প্যারোলের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাকি ছিল। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, পরিস্থিতির বিচার করে সুজয়ের প্যারোলের মেয়াদ ১৬

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও উঠছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয় বার প্রত্যাবর্তনের পর তৃণমূলের সবচেয়ে বড় শহিদ-স্মরণ সভা। আর তার পরই নিয়োগ দুর্নীতির খাঁড়া নেমে এল দলের ততকালীন দু'নম্বর মাথা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার পাহাড়, গয়নার বহর আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সকলের। শুধু সাধারণ মানুষই নন, তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালতও। প্রাথমিক দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই-এর ভূমিকায় সম্প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে আলিপুর আদালত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অত্যন্ত 'ক্যাজুয়াল' ভাব দেখাচ্ছে বলে মন্তব্য করে আদালত। সিবিআই আদৌ তদন্ত করতে জানে কিনা, সেই প্রশ্নও বিরুদ্ধে তদন্তে আর কত সময় লাগবে, তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। স্বাভাবিক ভাবেই তদন্তে আদৌ দুর্নীতির কিনারা হবে কিনা, মাথাদের নাম সামনে আসবে কিনা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।কার পর থেকে যত সময় গিয়েছে দলের বড়, মেজো, সেজো, ছোট, একের পর নেতা-নেত্রীর নাম উঠে এসেছে। কালীঘাট পর্যন্ত তদন্ত পৌঁছবে বলে ইতিমধ্যেই দাবি তুলতে শুরু করেছেন বিরোধীরা।

কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও উঠছে সমান ভাবে। পঞ্চায়েত

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

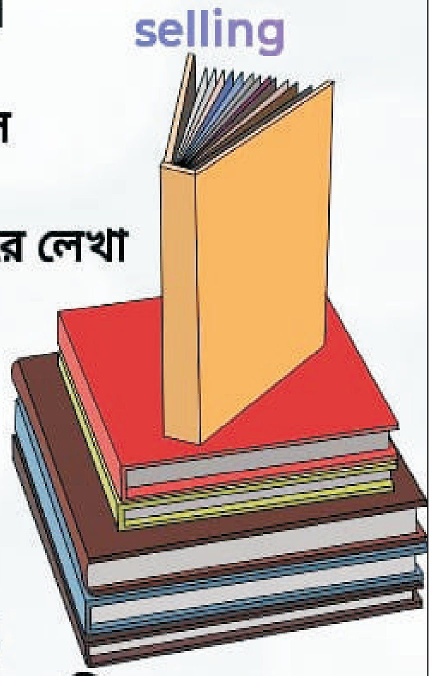

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

হুল উৎসবে মেদিনীপুর

সাঁওতাল বিদ্রোহের পীঠস্থান মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কেরানীচটিতে সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদান এবং শ্রদ্ধা নিবেদনে স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।
রিপোর্ট এবং ছবি অরবিন্দ অধিকারী

পদ্মফুল যেন সর্ষেফুল দেখে ১১ জুলাই', বারাবনিতে হুঙ্কার অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচন এসেই গেল! শেষ মুহূর্তের প্রচার সারতে ব্যস্ত তৃণমূল। কোনও খামতি রাখছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ জুন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থেকে পঞ্চায়েতের ভোটের প্রচার শুরু করেন তিনি। আজ, শুক্রবার অভিষেকের সভা বীরভূম আর পশ্চিম বর্ধমানে।

অভিষেকের ভাষায়, " প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি দূর্নীতির বিরুদ্ধে গ্যারান্টার। এদিকে, এই পশ্চিম মেদিনীপুরের সবচেয়ে বড় চোর জিতেন তিওয়ারি বসে আছে বিজেপিতে গিয়ে। বিজেপি এমন একটা দল, যেটা রেখে দিলে আলসার, আর কেটে দিলে ক্যানসার। বিধানসভায় ৮ দফায় ভোট করেছিল। কোভিডের সময়ে ভোট করেছিল। সেই ৮ দফার জবাব ৮ জুলাই দেওয়া হবে। পদ্মফুল যেন সর্ষে ফুল দেখে ১১ জুলাই।" সবশেষে অভিষেকের সংযোজন, " অনেক বাবা-বাছা হয়েছে। অনেক সৌজন্যের রাজনীতি হয়েছে। আজ ট্রেলার দেখালাম। এবার সিনেমাটা পুরো দেখাব দিল্লিতে।"পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনির সভা থেকে অভিষেকের হুঙ্কার, " বিজেপি সরকারকে উতখাত করতে হবে। কেন্দ্রের যে সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তাদের দলকে একটাও ভোট নয়। সাধারণ মানুষ ওদের কাছে মাথা নত করবে না। বহিরাগতদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না। আসানসোলে লোকসভায় বিজেপি প্রথমে জিতেছিল। পরে উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে জেতে। পঞ্চায়েতে সেই জয় বজায় রাখতে হবে। গ্যাসের দাম বাড়ছে, সাধারণ মানুষের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হওয়ার যোগাড় ।" সভায় উপস্থিত হাজার-হাজার জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন অভিষেক, " যারা আপনাদের পাশে থাকছে, সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে থাকবেন? না যারা লুটছে তাদের সঙ্গে থাকবেন? সিদ্ধান্ত আপনাদের।"তৃণমূলে নবজোয়ার' জনসংযোগ যাত্রায় কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ , সব জেলাতেই গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েতের ভোটের প্রচারে বেশ কিছু জেলায় রয়েছে তাঁর সভা, রোড-শো। এদিনের বারাবনির সভা থেকে অভিষেক বলেন, " নবজোয়ারে বলেছিলাম, মানুষ প্রার্থী ঠিক করবে। তাই করা হয়েছে। নির্বাচনে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা কেউ তৃণমূলের প্রার্থী নয়। এরা আপনাদের বাছাই করা প্রার্থী। পথে নেমে আপনাদের আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে। বিজেপির সরকারের গা-জোয়ারির দাম বেশি না মানুষের জোর বেশি, সেটা দেখাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর অহংকার মাটিতে নামিয়ে, দম্ভ চূর্ণ করতে হবে।"

বিরোধীরা বেশিরভাগ বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না', হুঁশিয়ারি কাজল শেখের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বীরভূমের নানুরের বাসা পাড়া এলাকার জনসভা থেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। বললেন বিরোধীরা বেশিরভাগ বুথে বুথ এজেন্ট দিতে পারবে না। পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে টাকা বিলি করতে গেলে দেখতে পেলে আমাদের ছেলেরা ধরে দেখে নেবে। অন্যদিকে এদিন এই সভা থেকেই বিজেপি দলকে ঘেউ ঘেউ পার্টি বলেও কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা। অন্যদিকে এদিন মঞ্চ

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের আবেদন মঞ্জুর কেন্দ্রের, মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ বাড়ল হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার শেষে মিলল উত্তর। মুখ্যসচিব পদে এক্সটেনশন হল হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির। ৬ মাসের এক্সটেনশন হল তাঁর। মুখ্যসচিব পদে আরও ৬ মাসের মেয়াদ বাড়ল হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির। প্রসঙ্গত, আজই মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এক্সটেনশেন পেলেন তিনি।দ্বিতীয় নাম হিসাবে শোনা যাচ্ছিল অর্থ সচিব মনোজ পন্থ-এর নামও। একই সঙ্গে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা হতেন। আর মনোজ পন্থ তখন হতেন স্বরাষ্ট্র সচিব। ল্যান্ড সেক্রেটারি স্মারকি মহাপাত্র হতেন অর্থ সচিব। এমনটাই নবান্ন ভেবে রেখেছিল বলে সূত্রের খবর। চিঠি না এলে বিকেলে নতুন দায়িত্ব বণ্টনের নির্দেশিকা জারি হত। এবার এখন মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি এক্সটেনশন পেয়েছেন। এবার অন্যক্ষেত্রে কী রদবদল হয়, সেটাই দেখার।রাজ্যের আর্জি মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ছয় মাস চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি মুখ্যসচিবের। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদিকে এক্সটেনশন দিল কেন্দ্র। আজই শেষ ছিল মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধির সময়সীমা।'

মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির এক্সটেনশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং-এ প্রায় এক মাস আগে চিঠি পাঠিয়ে ছিল রাজ্য। সেই চিঠির উত্তর আসার অপেক্ষাতেই ছিল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, এর আগের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্সটেনশনের চিঠি অবসরের ১০ দিন আগেই এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু এবার আর উত্তর আসছিল না। তাই হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির এক্সটেন হবে কি, হবে না, তা নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। কারণ, পাঞ্জাবের মুখ্যসচিবের এক্সটেনশনের অনুরোধ আগেই খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। তাই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেন্দ্র কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেই দিকে তাকিয়েছিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, প্ল্যান বি-ও ভেবে রেখেছিল নবান্ন। মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির এক্সটেনশনের আবেদন মঞ্জুর না হলে, রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যসচিব হিসেবে বি পি গোপালিকার নাম ভাবা ছিল। সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র সচিব হতেন বিবেক কুমার।

জওয়ানদের জন্য লিফলেট! কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এবার নয়া কৌশল তৃণমূল কংগ্রেসের

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এবার নয়া কৌশল তৃণমূল কংগ্রেসের। পূর্ব মেদিনীপুর-সহ বেশ কিছু জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতে লিফলেট তুলে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লিফলেট মূলত হিন্দিতে লেখা থাকবে। এ ছাড়া ইংরেজি ও বাংলাতেও লিফলেট ছাপানো হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, জওয়ানদের জানানো, তারা তাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো সরকারি সুবিধা পান কিনা?

কুণাল জানিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। বিধানসভা ভোটেও কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। তাও তৃণমূল কংগ্রেস, ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করেছে।। পঞ্চায়েত ভোটে 'নীতিগত' কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি রয়েছে তৃণমূলের। নিয়ম অনুযায়ী, লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত বা পুরসভার স্থানীয় ভোটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে রাজ্য পুলিশই। অন্যান্য রাজ্যেও সেই নিয়ম পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম কেন হবে?" যদিও তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও, এই ভোটে তারা ভাল ফল করবে। যদি না পান তাহলে তাঁরা যেন বাড়ি ফিরে এই সব সুবিধা তাদের রাজ্যেও দাবি করেন।

'আপনার মেয়ে কন্যাশ্রী পায় তো? আপনার স্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায় তো'? পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতে এমন লেখা লিফলেট তুলে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস! দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য আমরাও বেশি কিছু জায়গায় লিফলেট ছাপিয়ে রেখেছি। হিন্দিতে আছে, ইংরেজিতে আছে সেই লিফলেটে। সেটাই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"কী লেখা থাকছে এই লিফলেটে? কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, "আপনি যে এসেছেন, আপনার রাজ্যে আপনার বাড়িতে আপনার মেয়ে কন্যাশ্রী পায় তো? আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান তো? আপনার মেয়ে পড়াশোনার জন্য ১৮ বছরে টাকা পায় তো? আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা পান তো রূপশ্রীতে? আপনার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে তো, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিতসা, বাংলায় পায়। এমনভাবে আচরণ করুন। আপনি আবার ফিরে গিয়ে বলবেন, এইরকম সরকার আপনার রাজ্যেও চাই।" কিন্তু হঠাত এমন লিফলেট বিলি করার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল?

এত কোটির সম্পত্তি কীভাবে পেলেন সায়নী ঘোষ? টাকার উৎস কী-জানতে চাইছে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সায়নী ঘোষ ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রোজগার করেছিলেন ৪৯ লক্ষ ২ হাজার ৫৬৮ টাকা ৩২ পয়সা। এক অর্থবর্ষে এত টাকা রোজগার করা মানেই বোঝা যায় সায়নী ঘোষের সম্পত্তির পরিমাণ কত হতে পারে। এরই সঙ্গে রয়েছে মোটা টাকায় কেনা ফ্ল্যাট। ৩০ জানুয়ারি, দুর্নীতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, আমি শুনেছি এক অভিনেত্রী তিনটি ফ্ল্যাট ভেঙে একটা বড় ফ্ল্যাট পেয়েছেন। এদিন ইডি অফিসে গিয়ে সায়নী ঘোষ বলেন তিনি প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইডির মাত্র ৪৮ ঘণ্টার নোটিশেই তিনি সশরীরে হাজিরা দিয়েছেন। পাশাপাশি সায়নী জানান তিনি তদন্তে ১০০ শতাংশ সহযোগিতা করবেন।

মঙ্গলবার সায়নী ঘোষকে সমন পান হয়। তাঁকে শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার থেকেই কার্যত উধাও হয়ে যান সায়নী। বুধ ও বৃহস্পতিবার তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর সেই কারণ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল সায়নী ঘোষ আদেও আসবে কিনা যাইহোক শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের কিছু পরেই তিনি হাজিরা দেন।জানতে চাই কে তিনি? এই অভিনেত্রীকে দেখতে চাই। তার সিনেমাও দেখতে চাই।অভিনেত্রীর নাম জানিয়ে, ইডি কে হলফনামা পেশ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

এখানেই প্রশ্ন তুলছেন ইডির আধিকারিকরাও। ইডির তরফে জানানো হয়েছে, কেবল সম্পত্তি কেনাবেচা নয়, তথ্য পাওয়া গিয়েছে একাধিক আর্থিক লেনদেনেরও। সেই তথ্যকে সামনে রেখেই সায়নী ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। গত কয়েকমাস ধরে একাধিক সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে। সেই বয়ানে পাওয়া গিয়েছে সায়নী ঘোষের নাম। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল কুন্তল ঘোষকে। তাঁর বয়ানে উঠে এসেছে একটি সম্পত্তির তথ্য। সেটা কেনাবেচা সংক্রান্ত ও বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় নাম উঠে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এই যুবনেত্রীর।সায়নী ঘোষের কাছ থেকে ইডি জানতে চায় যুব তৃণমূলের সায়নীর সঙ্গে কুন্তলের কী যোগ? তাঁর সম্পত্তির উতসই বা কী? ইডি সূত্রের খবর নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের বেশি কিছু পরিমাণ টাকা গিয়েছিল সায়নীর ব্যাঙ্ক অয়াকাউন্টে। সূত্র ছিল কুন্তল। অন্যদিকে ইডি সূত্রের খবর সায়নীর একটি ফ্ল্যাট সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য আগে থেকেই চেয়েছিল ইডি। সেগুলি নিয়েই তাঁকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল।ফ্ল্যাটের ইএমআই থেকে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে সায়নীর কাছ থেকে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

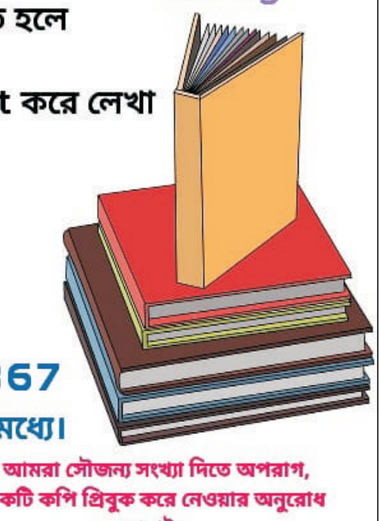

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও উঠছে

নির্বাচনের আগে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি করে উঠে আসছে, তা হল, ইডি ও সিবিআই-এর তদন্ত কি মাথা অবধি পৌঁছবে, না কি রাজনীতির খেলায় চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মতোই ধামাচাপা পড়বে? সি-ভোটারের সমীক্ষায় তা নিয়ে মানুষের মতামত উঠে এল। সি-ভোটারের সমীক্ষায় যে পরিসংখ্যান মিলেছে, তা হল, ভোটারদের ৫৩ শতাংশের ধারণা, চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মতো ইডি এবং সিবিআই-এর এই তদন্তও ধামাচাপা পড়ে যাবে। তবে এখনও পর্যন্ত তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে ৩৪ শতাংশ ভোটারের মত, মাথারা ধরা পড়বে তদন্তে। ১৩ শতাংশ মানুষ এ নিয়ে কোনও মতামত জানাননি।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ হোক বা কয়লা এবং গরুপাচার মামলায় লাগাতার ইডি-সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন সংক্রান্ত একটি মামলাতেও ইডি-সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। পরে যদিও তা স্থগিত হয়ে যায়। ভূরি ভূরি মামলার তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দিলেও, তাতে সুরাহা কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে মানুষের মনে।

১-ম পাতার পর

নিশীথ প্রামাণিককে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র, কোচবিহারে বিজেপি বিধায়কদেরও নিরাপত্তা বাড়ল

একাধিক বিজেপি বিধায়কের নিরাপত্তা বাড়ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

কোচবিহারে নিশীথ প্রামাণিক যেভাবে কনভয় হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ান তাতে স্থানীয় তৃণমূলের অনেকের গাত্রদাহ রয়েছে। তার কারণ অনেক গভীর। নিশীথ আগে তৃণমূলের যুব নেতা ছিলেন। যুব নেতা থাকার সময় থেকেই তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া ছিল সুবিদিত। ফলে তাঁর উপর অনেকের পুরনো রাগ রয়ে গিয়েছে।তৃণমূলের অভিযোগ, নিশীথ তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী তথা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার রাজনৈতিক এরিয়া ডোমিনেশনের চেষ্টা করেন। সেই কারণেই সম্প্রতি একাধিক ঘটনায় তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্যই নিশীথের নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হচ্ছে বলে মত তৃণমূলের অনেকেরই।

এ ব্যাপারে উদয়ন গুহকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ওনাকে কে মারবে! কোথাও কোনও কুকাজ করেছে বলে ভয় পাচ্ছেন কিনা জানি না। ওঁকে ছারপোকাও কামড়াবে না। হতে পারে রাজনৈতিক ওজন বাড়ানোর জন্য এসব ছল চাতুরি করছে।

১-ম পাতার পর

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, 'কালীঘাটের কাকু'কে ১৬ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি

জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হল। তবে জেলের বাইরে থাকলেও তাঁকে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে।

কী শর্ত? মূলত তিনটি শর্তে 'কালীঘাটের কাকু' প্যারোলের মেয়াদ প্রায় ১৭ দিন বৃদ্ধি করেছে আদালত। এক, ১৬ জুলাই পর্যন্ত সুজয়ের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকবেন ইডির একজন অফিসার। দুই, পারলৌকিক ক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মন্দিরে বা অন্যত্র যেতে হলেও তাঁকে ১০ কিলোমিটার পরিধির মধ্যেই থাকতে হবে। তিন, ১০ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোথাও যেতে হলে, সে কথা ৪৮ ঘণ্টা আগে জানিয়ে রাখতে হবে ইডিকে। এ ছাড়া সুজয়কে আবার ১৭ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে হাই কোর্ট জানিয়েছে, সুজয় ওই ক'দিন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা পরিধির মধ্যে কোথাও গেলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কয়েক জন সদস্যও থাকতে পারবেন।

২ পাতার পর

বিরোধীরা বেশিরভাগ বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না', হুঁশিয়ারি কাজল শেখের!

থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপিকে কার্যত ঘেউ ঘেউ পার্টি বলে কটাক্ষ করেন শশী পাঁজা। তিনি বলেন, যে এখন এই ঘেউ ঘেউ পার্টি চিতকার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা মানুষের জন্য কোনও কাজ করেনি। কোনও কথাও ভাবেনি। তাই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে ছিল, পাশে আছে। শশী পাঁজা আরও বলেন, বিরোধীরা প্রথমে বলছিল যে ভোট হবে না, তারপরে বলছে সেন্ট্রাল বাহিনী লাগবে , এখন আবার ৮ দফায় ভোট করানোর দাবি করছে। অর্থাত প্রথমে ভোট হতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা করার পর এখন ভোট নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এদিন এই সভা থেকে তৃণমূলের সকল নেতৃত্ব-ই দাবি করেন যে বীরভূম জেলায় সমস্ত আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে। বীরভূমের নানুর এলাকার বাসাপাড়ায় শহিদদের উদ্দেশে নির্বাচনের আগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেত্রী শশী পাঁজা, কোর কমিটির মেম্বার কাজল শেখ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন সভা শুরুর আগেই সুচপুর গণহত্যার মামলার শহিদ বেদিতে মাল্য দান করে জনসভা শুরু করেন শশী পাঁজা।এদিন এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাজল শেখ বলেন, নেতৃত্বের নির্দেশ মতো বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার তারা নানুরের অধিকাংশ বুথে বুথ এজেন্টও দিতে পারবে না। পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি পার্টি রাতের অন্ধকারে প্রচারে বেরবে। আর সেখানে যদি আমাদের ছেলেরা ধরে ফেলে, তাহলে দেখে নেব। তাঁর এই মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হতেই কাজল শেখ পালটা দাবি করেন, বিরোধীদের লোকজন নেই। সেই কারণেই তারা বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না।। আর রাতের অন্ধকারে টাকা বিলি করতে গেলে, ধর্মীয় রাজনীতি করতে গেলে, যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে খেলা হবে।

বদলে গেল মাধ্যমিকের মেধাতালিকা, উঠে এল নতুন কোন কোন মুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাসখানেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল মাধ্যমিকের ফল । এবার সামনে এল স্ক্রুটিনি ও রিভিউয়ের রেজাল্ট। বদলে গেল মেধাতালিকা। প্রথম প্রকাশিত ফলে প্রথম দশে নাম ছিল ১১৮ জনের। নতুন ফলে মেধাতালিকায় উঠে এল আর ৪ জনের নাম। মোট সংখ্যা দাঁড়াল ১২২। একইসঙ্গে বেশ কিছু বদল হল শীর্ষস্তরেও।রামগোলা হাইস্কুলের ছাত্র দীপময় বসাক ছিল একাদশ স্থানে। বর্তমানে তার নম্বর বেড়ে হয়েছে ৬৮৪। উঠে এসেছে নবম স্থানে। নাচিন্দা জেকে গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী অনুদীপা দাস ছিল ১২ নম্বর স্থানে। তাঁর নম্বর বেড়ে হয়েছে ৬৮৩। উঠে এসেছে দশম স্থানে।১২ নম্বর স্থানে ছিল কামারপুকুর আর কে মিশন মাল্টিপারপাস স্কুলের পড়ুয়া অঙ্কন নন্দী। তারও ২ নম্বর বেড়েছে। বর্তমানে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩। সেও উঠে এসেছে দশম স্থানে। অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র প্রীতম দাস ছিল চতুর্দশ স্থানে। কিন্তু, এখন তাঁর ৯ নম্বর বেড়ে সে মেধা তালিকায় উঠে এসেছে নবম স্থানে। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় মাধ্যমিক। শেষ হয় ৪ মার্চ। ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯ মে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষের কাছাকাছি। আগের মেধা তালিকায় অনুযায়ী ৬৯১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র মেহেদী হাসান। বর্তমানে ১ নম্বর বেড়ে সে উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। নম্বর বেড়েছে ষষ্ঠ স্থানে থাকা বর্ধমান মিউনিসিপাল হাইস্কুলের ছাত্র প্রণীল জশের। ১ নম্বর বেড়ে তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর হয়েছে ৬৮৮। তার জেরে বর্তমানে সে ষষ্ঠ স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে।

বর্ষার মুখে আখচাষীদের জন্য বড় খবর, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রশংসায় যোগী আদিত্যনাথ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আখচাষীদের জন্য সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে কেন্দ্র। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের ভূয়ষী প্রশংসা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আসলে উত্তর প্রদেশে আখচাষীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গোটা দেশে সিংহভাগ আখ উত্তর প্রদেশেই উতপন্ন হয় ।নতুন নির্দেশিকায় আখচাষীদের কাছ থেকে আখ কিনতে হলে মিল মালিকদের কুইণ্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা দিতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকেই এই নতুন দাম কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আখ চাষীদের কথা মাথায় রেখে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবং এতটা পর্যন্ত সহায়ক মূল্য বাড়ানো এর আগে কোনওদিন হয়নি ।এই সিদ্ধান্তের জন্য মোদী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি জানিয়েছন কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হবেন চাষীরা। তাঁরা কম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। গত বুধবারই আখের সহায়ক মূল্য বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

আখচাষীদের কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা দরে দাম দিতে হবে এতোটা সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি এর আগে কোনও সরকার করেনি। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন আখচাষীরা। তাঁদের দুর্দশার দিন কাটবে বলে মনে করছেন যোগী আদিত্যনাথ। মিল মালিকরা আর তাঁদের ঠকিয়ে নিতে পারবেন না। প্রতিবছর আখচাষীরা মিল মালিকদের কাছে প্রবল প্রতারণার শিকার হয়ে থাকেন। তাঁরা ফসলের ঠিক মতো দাম পান না। কিন্তু এবার আর সেটা হবে না বলেই মনে করছেন যোগী আদিত্যনাথ।

ফের কাঁটা প্রভাবশালী তকমা, জেল হেফাজতের ৩২৩ দিন পরেও জামিন পেলেন না অনুব্রত

আসানসোল: নিউজ সারাদিন : ৩২৩ দিন জেল হেফাজতে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে যে কোনও শর্তে জামিনের আবেদন আইনজীবী সোমরাজ চট্টরাজের। তবে এবারও আসানসোল সিবিআই আদালতে খারিজ আবেদন। জামিন পেলেন না বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি। এদিকে, আরও প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মিলল অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের। শুক্রবার আসানসোল সিবিআই আদালতে বিচারকের কাছে সিজারলিস্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর ৩টি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পেয়েছে সিবিআই। ওই তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা রয়েছে বলে সিবিআই আদালতে জানিয়েছে। অ্যাকাউন্টগুলি ইতিমধ্যেই ফ্রিজ করা হয়েছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের ডোমকলে ইটভাটা, বীরভূমের সিউড়িতে পাথর খাদানের জন্য জমি এবং ইলামবাজারে একটি পেট্রল পাম্পের হদিশ পেয়েছে সিবিআই। কিন্তু কোনটাই সায়গলের নামে নেই। ওই সম্পত্তিগুলি সায়গল হোসেনের মা ও স্ত্রীর নামে রয়েছে। আগামী ৬ জুলাই দিল্লি হাই কোর্টে জামিন মামলার শুনানি। তার আগে সায়গলের মা ও স্ত্রীর নামে সম্পত্তির হদিশ এবং সিবিআইয়ের সিজার লিস্ট অনুব্রতর দেহরক্ষীকে বিপদে ফেলবে বলেই মত আইনজীবীদের। শুক্রবার নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় তিহাড় জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলের ভারচুয়াল শুনানি হয়নি।অনুব্রতর হয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আমার মক্কেল (অনুব্রত) গত বছরের ১১ আগস্ট থেকে জেলবন্দি। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি চার্জশিট জমা পড়েছে। কবে ট্রায়াল শুরু হবে তা জানা যাচ্ছে না।' প্রভাবশালী তত্ত্ব খাড়া করে জামিনের বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী জয় কিষাণ। তিনি বলেন, 'অনুব্রত ভীষণ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তদন্ত এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে। এই সময় তাঁকে জামিন দেওয়া হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন।' অনুব্রতর আইনজীবীর প্রশ্ন, 'ভিন রাজ্যে রয়েছেন অনুব্রত। ওখানে থেকে বসে কী প্রভাব খাটানো সম্ভব?'দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সুশান্ত ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। বলেন, '২৮৩ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আর কত লাগবে?' প্রত্যুত্তরে সুশান্তবাবু জানান, 'নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। তার জন্য কয়েকজন সাক্ষীর বয়ান প্রয়োজন।' বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী জানতে চান, 'আর কতদিন তদন্ত চলবে?' সুশান্ত ভট্টাচার্যের দাবি, খুব দ্রুত চূড়ান্ত পর্বে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে।' শুনানি শুনে বিচারক রায়দান সাময়িক স্থগিত রাখেন। এরপর ঘণ্টাদুয়েক পর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ জুলাই।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ০১ জুলাই, ২০২৩ শনিবার ১৫ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী গন্ডোয়ানার ষোড়শ শতকের সাহসী রাণী দুর্গাবতীকে শ্রদ্ধা জানাবেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা জুলাই মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন।

বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে শ্রী মোদী শাহদোল জেলায় যাবেন। তিনি সেখান থেকে জাতীয় সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করবেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিকেল সেলের জিন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত কার্ড সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

দেশে সিকেল সেলের কারণে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানই এই মিশনের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায় এই সমস্যার সম্মুখীন। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকেল সেলকে নির্মূল করতে সরকারের উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে জাতীয় স্তরের এই মিশনের সূত্রপাত। এবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড- ১৭ টি রাজ্যের ২৭৮ টি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ সুবিধাভোগীর হাতে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ড তুলে দেওয়ার কর্মসূচীর সূচনা করবেন। রাজ্যজুড়ে পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে এই কার্ড বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সকল সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে গন্ডোয়ানার ষোড়শ শতকের সাহসী রাণী দুর্গাবতীকে শ্রদ্ধা জানাবেন। একজন সাহসী অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, যিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৫ টায় শাহদোল জেলায় পাকাড়িয়া গ্রাম সফর করবেন। তিনি আদিবাসী সমাজের নেতৃবৃন্দ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, ১৯৯৬ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সম্প্রসারিত নির্ধারিত অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ এবং গ্রামগুলির ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

প্রধানমন্ত্রী পয়লা জুলাই ১৭ তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসে ভাষণ দেবেন

নতুন দিল্লি ৩০শে জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা জুলাই বেলা ১১ টায় নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ১৭ তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসে ভাষণ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী সহকার সে সমৃদ্ধি অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধির যে লক্ষ্য নিয়েছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার দেশে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রয়াসকে আরো জোরদার করে তোলার জন্য সরকার একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠন করেছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ সেই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরো একটি পদক্ষেপ। পয়লা থেকে দোসরা জুলাই ১৭ তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, নানান প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সর্বোত্তম ব্যবস্থাগ্রহণ, ভারতের সমবায় আন্দোলন বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে নীতি, নির্দেশনা তৈরি ইত্যাদি। এবারের এই অনুষ্ঠানে অমৃতকাল : এক প্রাণবন্ত ভারতের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি মূল বিষয় ভাবনার ওপর ৭ টি টেকনিক্যাল সেশন রয়েছে। এতে প্রাথমিক স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা, আন্তর্জাতিক সমবায় জোট, একাধিক মন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩৬০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি তাকে বর চাইতে বললেন। শনি দেব তখন বললেন হে ভগবান ,আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় । ব্রহ্মা তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের সফট পাওয়ার বা পেলব শক্তি দেশের যুব সম্প্রদায়ের সাফল্য গাঁথা হয়ে উঠেছে

নতুন দিল্লি ৩০ জুন ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাল্টিপার্পাস হলে শতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ও কমপিউটার কেন্দ্র এবং প্রশাসনিকভবনের শিলান্যাসও করেন। এছাড়াও শতবর্ষিকী উপলক্ষে স্মারক সংকলন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কলেজগুলির লোগো সম্বলিত পুস্তিকা এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ শীর্ষক সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মেট্রো রেলে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছোন । যাত্রার সময় তিনি সফরসঙ্গী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে শ্রী মোদী "দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ যাত্রা "শীর্ষক এক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। সঙ্গীত ও চারুকলা বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁর সামনে সরস্বতী বন্দনা ও বিশ্ববিদ্যালয় কুলগীত উপস্থাপন করা হয় । প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন । তাঁর কাছে এই সফর অনেকটা ঘরে ফিরে আসার মতো । তাঁর ভাষণের পূর্বে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় । এই চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দর্শকরা এরমধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পেরেছেন । বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন । যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সফরের সময় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গ পাওয়ার গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠানে আসার সময় মেট্রো ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায় তিনি আনন্দিত । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এমন একটি সময়ে হচ্ছে, যখন দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজাদি-কা অমৃত মহোৎসব পালন করছে । "যে কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সেই দেশের সাফল্য প্রতিফলিত হয়"। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো বছরের যাত্রাপথে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা জড়িত রয়েছেন । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় এটি একটি আন্দোলন যেখানে জীবনের প্রতিটি উপাদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অভিনন্দন জানান । অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের জময়েতে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানেই সকলের সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ হয় । "এই একশো বছরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তার আবেগকে বজায় রেখেছে এবং তার প্রানবন্ত চরিত্রের প্রকাশ পেয়েছে" । জ্ঞানচর্চার গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতে ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলার মতো প্রানবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন ছিল, তখন ভারত ছিল সমৃদ্ধিময় । "ভারতের সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তার সমৃদ্ধির বাহক" । সেইসময় বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সিংহভাগ আসত ভারত থেকে । ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় । এরফলে, ভারতের উন্নয়ন যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায় । শ্রী মোদী বলেন, স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিভাবান শক্তিশালী এক তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েরও এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অতীত সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণে যা সহায়ক হবে । প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার সাফল্য দেশের সাফল্যের সমতুল হয়ে ওঠে"। তিনি বলেন, শুরুতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাত্র ৩ টি কলেজ ছিল, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯০ । অতীতে ভারতের অর্থনীতিকে ভঙ্গুর বলে বিবেচনা করা হত । আজ বিশ্বের প্রথম পাঁচটি অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে ভারত অন্যতম । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি । দেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত যে ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে, এর মধ্যদিয়ে তা বোঝা যায় বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন । একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার ঘটলে দেশের উন্নয়ন দ্রুত হবে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনায় দেশের স্বাধীনতা অর্জনই মূল লক্ষ্য ছিল । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তির সময় ভারতের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদযাপন হবে । তাই বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ।"গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে, বর্তমানে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নতুন শক্তি যোগাচ্ছে"। প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, আইআইটি, আইআইএম এবং এইমস-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে । "নতুন ভারত গড়ে তুলতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতিই নয়, এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নানা বিষয় আমরা শিখে থাকি । দীর্ঘ সময় পর একজন ছাত্র কি জানতে চায়, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । নতুন শিক্ষানীতিতে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমনীয়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে নিজেদের মানোন্নয়নে অনুপ্রাণিত হবে । প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের সঙ্গে শিক্ষার গুণমান যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন নীতি গ্রহনের ফলে দেশে বিশ্ববিদ্যায়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে । ২০১৪ সালে কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং-এ ভারতের ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিয়েছিল । বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ । পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য পুরো কৃতিত্ব দেশের যুব শক্তির । দেশের যুব সম্প্রদায় এখন শিক্ষাকে শুধুমাত্র ডিগ্রিলাভ এবং কাজ পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছেন না । তারা নতুন নতুন উদ্যোগে সামিল হচ্ছেন । বর্তমানে ১ লক্ষের বেশি স্টার্টআপ সংস্থা গড়ে উঠেছে । ২০১৪-১৫ সময়কালের তুলনায় বর্তমানে ৪০ শতাংশ বেশি পেটেন্টের জন্য আবেদন করা হচ্ছে । আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতের ক্রমশ ওপরে ওঠা যুব সম্প্রদায়ের নতুন ভাবনার প্রতিফলন । শ্রী মোদী বলেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত একটি চুক্তি তাঁর সাম্প্রতিকতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে স্বাক্ষরিত হয়েছে । এরফলে, কৃত্রিম মেধা থেকে সেমিকন্ডাকটর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের যুব সম্প্রদায়ের সামনে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে । একসময় আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না । আজ সেই সুযোগ তৈরি হওয়ায় তাদের দক্ষতার বিকাশ হয়েছে । মাইক্রন, গুগল, অ্যাপলায়েড মেটিরিয়ালসের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভারতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । দেশের যুব সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে । শ্রী মোদী বলেছেন, চতুর্থ পর্যায়ের শিল্প বিপ্লব ভারতের দোরগোড়ায় । কৃত্রিম মেধা, এআর অথবা ভিআর-এর মতো প্রযুক্তি একসময়ে চলচ্চিত্রে দেখানো হত । আজ তা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে । অস্ত্রোপচারের সময় রোবোটিক্স-এর ব্যবহার হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলি দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে । অতীতে ভারতের মহাকাশ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দরজা বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য বন্ধ থাকলেও বর্তমানে নীতির পরিবর্তন আনার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নানা সুযোগ তৈরি হয়েছে । ড্রোণ প্রযুক্তি দেশের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভারতের গুরুত্বের বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, এখন আন্তর্জাতিকস্তরে মানুষ ভারত সম্পর্কে জানতে চান । করোনার সময়কালে সারা বিশ্বকে আমরা সাহায্য করেছি । সংকটের সেই সময়ে দেশ কিভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল সেবিষয়ে জানতে সারা বিশ্ব উদগ্রীব । জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পাওয়ায় যোগ, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, উৎসব, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও খাদ্যভান্ডার-সব ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে । "ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, এরা সারা বিশ্বকে ভারতের সম্পর্কে জানাবেন এবং আমাদের পণ্যসামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন"। শ্রী মোদী বলেন গণতন্ত্র, সাম্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মতো ভারতীয় মূল্যবোধ বর্তমানে মানব জাতির মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । এরফলে, সরকারি ব্যবস্থাপণা এবং কূটনীতিতে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে । ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন নতুন সুযোগ গড়ে উঠছে । বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী বিষয়ক সংগ্রহশালা তৈরি হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন যাত্রা উপস্থাপিত হচ্ছে । দিল্লিতে বিশ্বের বৃহত্তম ঐতিহ্যশালী সংগ্রহশালা-যুগে যুগে ভারত' গড়ে তোলা হবে । ভারতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তর্জাতিকস্তরে স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আজ বিশ্ব নেতারা প্রায়শই শ্রী মোদীকে তাঁদের ভারতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্কে নানা তথ্য জানিয়ে থাকেন । "ভারতের সফট পাওয়ার বা পেলব শক্তি দেশের যুব সম্প্রদায়ের সাফল্য গাঁথা হয়ে উঠেছে"। এই উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১২৫ তম বার্ষিকী উদযাপন করবে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে, তারজন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করতে হবে। "ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনমূলক কাজ এখানে করতে হবে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা- নেত্রী এবং ভাবনাগুলি যাতে এখান থেকে পাওয়া যায়, তারজন্য আপনাদের প্রয়োজনীয় কাজ নিরন্তরভাবে চালিয়ে যেতে হবে"। তাঁর ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী জীবনের লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের ওপর জোর দেন । একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেকোনো জাতির ভাবনা গড়ে তুলতে পারে । তিনি আশা করেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এইসব চাহিদাই পূরণ করবে । "আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও যুগের সঙ্গে চাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে । যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করার মানসিকতা থাকতে হবে । আর এই মানসিকতা গড়ে উঠবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে"। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী যোগেশ সিং উপস্থিত ছিলেন । প্রেক্ষাপট : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২ সালের পয়লা মে স্থাপিত হয়। গত একশো বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । দেশ গড়ার কাজে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৬ টি বিভাগ এবং ৯০ টি কলেজের ৬ লক্ষের বেশি ছাত্র-ছাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

সিনেমার খবর

যেখানে সালমান-ঐশ্বরিয়ার প্রেম শুরু, যে ঘটনায় বিচ্ছেদ!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা সালমান-ঐশ্বরিয়ার প্রেমের কথা জানেন না এমন মানুষের খোঁজ পাওয়া ভার। সঞ্জয় লীলা বানশালী পরিচালিত 'হাম দিল দে চুকে সানাম' এর সেটে তাদের প্রেমটা শুরু হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকের অন্যতম আলোচিত জুটি তারা।

তাদের প্রেম, বিচ্ছেদ, তারপর একে-অপরের মুখ না দেখা সব মিলিয়ে সেই সময় প্রায়ই খবরের শিরোনামে থাকতেন এই দুই তারকা। এক সাক্ষাতকারে ঐশ্বরিয়াকে মাছির সঙ্গে তুলনা করেন সালমান। যদিও এ বিষয়ে ঐশ্বরিয়ার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। অভিনেত্রীর দাবি, সালমান নাকি তার ওপর অধিকারবোধ খাটাতেন। এমনকি ঐশ্বরিয়ার গায়ে হাত তুলতেন ভাইজান, এমনটাও কানাঘুষো শোনা যায়। সালমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০০৭ সালে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন ঐশ্বরিয়া।

ঐশ্বরিয়ার বিয়ের তিন বছর পর ২০১০ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল 'গুজারিশ' ছবিটি। ছবির পরিচালনার করেন সঞ্জয়। মুক্তির পর সাবেক প্রেমিকাকে কটাক্ষ করে বসেন সালমান।

ওই সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন ঐশ্বরিয়া। তার বিপরীতে এই ছবিতে অভিনয় করেন হৃতিক রোশন। ছবির অধিকাংশ দৃশ্যে হুইলচেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায় হৃতিককে। হৃতিকের অভিনয় প্রশংসিত হলেও 'গুজারিশ' ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। এর পর ঐশ্বরিয়াসহ সবাই সালমানের বক্রোক্তির শিকার হতে শুরু করেন। 'গুজারিশ' ছবির বিষয়ে সালমান বলেন, 'ওই ছবিতে খালি মাছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনো মশাও দেখতে যায়নি ছবিটা। এমনকি একটি কুকুরও ছবিটি দেখতে যায়নি।'

ভাইজানের বক্তব্য শুনে বলিপাড়ার সবাই চমকে উঠেছিলেন। সালমান যে ঐশ্বরিয়াকে উদ্দেশ করে 'মাছি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না। এমনকি ছবির পরিচালককেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তিনি। সালমানের মন্তব্য শুনে দুঃখ প্রকাশ করে সঞ্জয় বলেন, 'আমার বহু পুরনো বন্ধুই যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে, তাহলে বিনোদন জগতে থাকার অর্থ কোথায়?'

জানেন, শাহরুখের সবচেয়ে বেশি বাজেটের সিনেমা কোনটি?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় নির্মাতা অ্যাটলি। তার পরবর্তী সিনেমায় অভিনয় করবেন বলিউড কিং শাহরুখ খান। এই অভিনেতার সবচেয়ে বেশি বাজেটের সিনেমা হতে চলেছে এটি। জানা গেছে, অ্যাটলির এই সিনেমার বাজেট ২০০ কোটি রুপি। তবে সিনেমার বাজেটের মধ্যে অভিনয়শিল্পী ও পরিচালকের পারিশ্রমিক যুক্ত নয় বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি সূত্র বলিউডহাঙ্গামা ডটকমে বলেন, 'শাহরুখ খান একজন প্রযোজক। তার অন্য সিনেমার মতো এতেও সেরাটা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছেন না। এই সিনেমার বাজেট ২০০ কোটি রুপি। এটিই শাহরুখের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাজেটের সিনেমা।'

আগামী জুন থেকে সিনেমার শুটিং শুরু হবে। সূত্রটি বলেন, 'শাহরুখ খান আগামী বছরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ১৮০ দিন শুটিং করবেন।' নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে জায়েদকে দেখেই 'ভুয়া ভুয়া' বলে দর্শকদের চিৎকার নেটফ্লিক্সের 'মানি হেইস্ট' অবলম্বনে এই সিনেমা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া তেলেগু ভাষার 'গ্যাং লিডার' সিনেমার গল্পের সঙ্গে এটির মিল রয়েছে। সিনেমায় শাহরুখ খানকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে। সিনেমায় এই অভিনেতার সঙ্গে আছেন দক্ষিণী লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও অভিনয় করছেন - সানায়া মালহোত্রা, যোগী বাবু। একটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রিয়ামণি। ২০২৩ সালে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন ব্যবসায় নাম লেখালেন সঞ্জয় দত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন ব্যবসায় নাম লেখালেন সঞ্জয় দত্ত! হলিউড তারকাদের নিজস্ব অ্যালকোহল ব্র্যান্ড বা ম'দের ব্যবসায় যুক্ত হওয়া নতুন নয়। তবে বলিউডে বলতে গেলে এবারই প্রথম কোনো তারকা শুরু করলেন এই ব্যবসা। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায়, ম'দের ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন মুন্নাভাই খ্যাত অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। এনেছেন নতুন হু'ইস্কির ব্র্যান্ড।

পার্টনারশিপে হু'ইস্কি ব্র্যান্ড 'দ্য গ্লেনওয়াক'-এর ব্যবসা শুরু করেছেন সঞ্জয়। এ বিষয়ে মানিকন্ট্রোলকে তিনি জানান, ভারতে হু'ইস্কির বাজার বেশ ভালো। সারা বিশ্বের অন্যতম বড় বাজার এই দেশ। অভিনেতা নিজেও প্রথমবার যখন ম'দ্যপান করেন, হু'ইস্কিতেই চুমুক দিয়েছিলেন বলে জানান।

শুধু ম'দ নয়, একটা সময় অন্যান্য মা'দকের নে'শাও ছিল সঞ্জয় দত্তের। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকারও করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফেরেন তিনি। পরে আবার অবৈধ অস্ত্র আইনে জেল খাটেন। জেল থেকে বেরিয়ে সিনেমার কাজে মন দেন। কিন্তু এর মধ্যেই আবার শরীরে ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে ক্যানসারকেও হার মানিয়েছেন অভিনেতা।

এক সময়ের নায়ক থেকে বর্তমানে খলনায়ক চরিত্রে বেশি অভিনয় করতে দেখা যায় সঞ্জয়কে। সবশেষ 'কেজিএফ টু' ও 'শমশেরা' সিনেমায় খল চরিত্রে অভিনয় দিয়ে দারুণ প্রশংসা পেয়েছেন অভিনেতা। সামনে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। তবে বিশেষ চরিত্রে। এ ছাড়া সঞ্জয়ের হাতে রয়েছে 'দ্য গুড মহারাজা', 'ঘুড়চড়ি', 'লিও' ও 'বাপ' সিনেমার কাজ। এত ব্যস্ততার মধ্যেই মদের ব্যবসা শুরু এ অভিনেতা।

ক্যাটরিনা যা ব্যবহার করেন যৌবন ধরে রাখতে!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সুন্দরী অভিনেত্রীর অভাব নেই। এই তালিকায় সবার আগেই নাম রাখতে হবে অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ এর। চলতি বছরে ৪০-এ পা দিতে চলেছেন অভিনেত্রী। কিন্তু তাও তার ত্বকে বয়সের ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি নো মেকআপ লুকেও দারুণ মানায় তাকে। জানেন ত্বকের এই উজ্জ্বলতা, এই যৌবন ধরে রাখার জন্য কী ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেন অভিনেত্রী?

আসলে ত্বককে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য একটি বিশেষ ধরনের প্যাক ব্যবহার করেন ক্যাটরিনা। এই প্যাক বানানোর জন্য দুটি উপকরণ লাগবে। একটি হল মধু এবং দ্বিতীয়টি হল ওটস। এই দুটি উপকরণ দিয়ে প্যাক বানিয়ে প্রতিদিন মুখে মাখেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ।

মধু এবং ওটস দিয়ে প্যাক বানানোর পদ্ধতি : এই প্যাক বানানোর জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে মধু এবং ওটস মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর সেটা ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয় যাবে এই ফেস প্যাক। এছাড়াও প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি বরফ জলে অনেকক্ষণ মুখ ডুবিয়ে রাখেন যার ফলে তার মুখের ফোলা ভাব অনেকটাই কমে যায়।

শরীরচর্চা : ত্বক ভাল রাখার জন্য শুধুমাত্র ত্বকের যত্ন নিলেই হবে না, এর জন্য শরীরচর্চা করাটাও খুব জরুরি। এছাড়াও ত্বকের কোলাজেন বাড়ানোর জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করতেই হবে। তাই প্রতিদিন সকালবেলা উঠে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন ক্যাটরিনা।

ডায়েট চার্ট মেনে চলা : শুধুমাত্র ক্যাটরিনা কাইফ নয়, বলিউডের প্রায় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীই প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট ডায়েট চার্ট মেনে চলেন। সেই জন্য সব সময় ফিট থাকেন এই বলিউড সেলিব্রেটিরা।

ক্যাটরিনার ম্যাক্রোবায়োটিক ডায়েট মেনে চলতে পছন্দ করেন। এই জন্য সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট হিসেবে টাটকা সজ্জি সেদ্ধ এবং ফল খান তিনি। এভাবে সারা দিনে প্রতি দু-ঘন্টা অন্তর অন্তর খাবার খেতে হয় তাকে। তার এই খাবারের তালিকায় কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাবার থাকে না, বরং ফাইবার আছে এমন খাবারই বেশি খেতে পছন্দ করেন তিনি।

৪০০ মিলিয়ন
ইউরোতে বার্সায় গুন্দোয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যানসিটির সঙ্গে সাত বছরের বাঁধন ছিন্ন করে গতকাল বার্সার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মান মিডফিল্ডার ইলকে গুন্দোয়ান। ৩২ বছর বয়সী গুন্দোয়ানকে বার্সা কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে, সেটা টের পাওয়া যায় তাঁর রিলিজ ক্লজে। গতকাল সম্পাদিত দুই বছরের চুক্তিতে বার্সা গুন্দোয়ানের রিলিজ ক্লজ দিয়েছে ৪০০ মিলিয়ন ইউরো! সিটিতে সাত বছরের সময়কালে ১২টি মেজর ট্রফি তিনি জেতেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিটি ট্রফি জয়ে ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। বড় ম্যাচগুলোতে গোল করে সিটিকে জয় এনে দেওয়াটা গত বছর তিনেক ধরে যেন অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন গুন্দোয়ান। তাই তো গত দুই মৌসুমে গুন্দোয়ানের পারফরম্যান্সকে জিদানের সেরা সময়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন সিটির ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার।

রোনালদোর পর এবার
ব্রাজিলিয়ান তারকা সৌদি ক্লাবে!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেশাদার ফুটবল লিগে খেলতে ইউরোপের নামিদামি সব ফুটবলার পাড়ি জমাচ্ছেন সৌদি আরবে। পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর হাত ধরে এর সূচনা হয়েছিল। এরপর কিছুদিন আগেই রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সৌদির ক্লাব আল ইত্তিহাদে নাম লিখিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা ও চেলসির মিডফিল্ডার এনগলো কন্তে। এবার তাদের সঙ্গে নাম তুলতে চলেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ও সাবেক লিভারপুল ফুটবলার ফিরমিনো। চলতি মৌসুম শেষেই লিভারপুল ছেড়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। চুক্তি শেষ হবার পর আর চুক্তি নবায়ন করেননি তিনি। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের প্রিমিয়ার লিগের দলটির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক চুকিয়ে ফ্রি এজেন্ট হয়ে রয়েছেন সেলেসাওদের এই তারকা।

সৌদি আরবে পাড়ি জমানোর কথা উঠলেও মাঝেই গুঞ্জন উঠেছিল, বার্সেলোনায় যাবেন তিনি। খুব বেশি দূর এগোয়নি সেই বিষয়টি। তবে গণমাধ্যমে গুঞ্জন, সৌদির ক্লাব আল আহলিতে যোগ দিতে চলেছেন এই ব্রাজিলিয়ান।

এদিকে খ্যাতনামা সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোও বিষয়টি জানিয়েছেন। রোমানোর ভাষ্য, ফিরমিনোর সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেছে আল আহলি। কথাবার্তাও বেশ খানিকটা এগিয়েছে। তাকে তিন বছরের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে ক্লাবটি।

আর এই চুক্তিতে সাড়া দিলে দ্বিতীয় তারকা ফুটবলার হিসেবে আল আহলিতে যোগ দেওয়া হচ্ছে তার। এর আগে, ২০২০-২১ মৌসুমে চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা গোলরক্ষক এদুয়ার্দো মেন্দিকে দল টেনেছিল তারা।

এদিকে লিভারপুলকে বিদায় জানালেও জুন পর্যন্তই ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে। তাই এরপরই তার আগামীর গন্তব্য জানা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে এই সপ্তাহের মধ্যেই তার মেডিকেল টেস্ট করে ফেলতে চায় আল আহলি।

অবশেষে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত
সময়সূচী প্রকাশ করল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি বছর ভারতের মাটিতে বসতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩ তম আসর। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেগা টুর্নামেন্ট। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচসহ ভারতের মোট ১২টি শহরে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। আর ক্রিকেট ভোক্তারা যে আগ্রহে অপেক্ষা করছিল অবশেষ সেই অপেক্ষা ফুরালো। ২৭জুন আইসিসি এক বিবৃতিতে চূড়ান্ত করল ২০২৩ বিশ্বকাপের সময়সূচী। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ, ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগ, শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার মুথাইয়া মুরলীধরন এবং আইসিসি সিইও জিওফ অ্যালর্ডিস। যেখান ভারতের ১০টি ভেন্যুকে (ধর্মশালা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা, লখনউ, গুয়াহাটি, পুনে ও হায়দরাবাদ।) বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে কাপ যুদ্ধের মেগা ফাইনাল। এছাড়া দুইটি সেমিফাইনাল আয়োজিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স ও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। তবে ভারতীয় দল সেমিতে উঠলে কিন্তু বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের ক্রিকেটের নন্দন কাননে খেলতে দেখা যাবে না। বরং শেষ চারে উঠলে ব্লুজদের ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের ভেন্যুতে খেলতে দেখা যাবে।

ব্রাজিলের সর্বকালের
সেরা একাদশ ঘোষণা, বাদ রোনালদিনহো-নেইমার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাতিন আমেরিকার অন্যতম ফুটবল পরাশক্তির দেশ ব্রাজিল। দেশটিতে ব্যাপক আর্থসামাজিক সংকট থাকলেও কোনো কালেই ফুটবল খেলোয়াড়দের সংকটে ভোগেনি। এমনকি সেলেসাওদের ছাড়া ফুটবলকে কল্পনাও করা যায় না। অনেকেই বলে, ফুটবল যদি খেলার রাজা হয়, ব্রাজিল হচ্ছে তার মুকুট। কারণ, যুগ যুগ ধরে লাখো-কোটি ক্রীড়াপ্রেমীকে সাম্ভার দোলায় মাতিয়েছে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা।

বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে সফলতম এই দলটির আছে রাজসিক ঐতিহ্য। যা তাদের ফুটবল প্রেমীদের কাছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই ব্রাজিলই জন্ম দিয়েছে পেলে, গ্যারিনচা, কাফু, কার্লোস দুঙ্গা, রিভেলিনো, জর্জিনহো, জিকো, রোমারিও, সক্রেটিস, রোনালদো নাজারিও, রোনালদিনহো, থিয়াগো সিলভা এবং হালের সেনসেশন নেইমার জুনিয়রদের মতো কিংবদন্তিদের।

'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা মানেই যেন শিরোপা ব্রাজিলের! এখন পর্যন্ত ২২টি আসরের মধ্যে পাঁচবারই শিরোপা জিতেছে সেলেসাওরা। সর্বোচ্চ সাত বার ফাইনালে উঠে ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২ সালে শিরোপা জিতেছে তারা। এ ছাড়াও ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের পর থেকে আর কখনোই বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েনি তারা।

ব্রাজিল ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক খেলা শুরু করে। প্রায় ১১০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবল মাতানো ব্রাজিলের ফুটবলাররা কেবল নিজেদের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বই করেন না, ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ফুটবলার রপ্তানিও করে থাকে। আর ফুটবলার রপ্তানিতে বিশ্বের এক নম্বর দেশের নাম ব্রাজিল। ফুটবলের যদি হাতেগোনা কয়েকজন কিংবদন্তি থাকে তবে অধিকাংশই ব্রাজিলের।

এমন এক দেশের সর্বকালের সেরা একাদশ যদি নির্বাচন করতে হয় তবে কেমন হবে সে একাদশ। ফুটবলের এই পুন্যভূমির সর্বকালের সেরা একাদশ সাজানোটা কষ্টসাধ্য এবং তা তর্কের গোড়াপত্তন করার গুণ রাখে। অনেক ফুটবল গবেষক ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা একাদশ নির্বাচন করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খায়। তবে সম্প্রতি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক সার্চ টুল চ্যাট জিপিটি নির্বাচন করেছে ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা একাদশ।

যেখানে রোনালদিনহো-নেইমারের মতো তারকারাও বাদ দেয়া হয়েছে।

চ্যাটজিপিটির ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা একাদশ : ক্লাউডিও টাফারেল (গোলরক্ষক), রবার্তো কার্লোস, লুসিও, থিয়াগো সিলভা, কাফু, কার্লোস দুঙ্গা, রিভেলিনো, জর্জিনহো, জিকো, রোনালদো ও পেলে।

সুপার ওভারে ডাচদের কাছে হার,
বিশ্বকাপে অনিশ্চিত উইন্ডিজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রতিটি ম্যাচেই টানটান উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ যেটি দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচেও। আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৩৭৪ রানের বিশাল সংগ্রহ পায় উইন্ডিজ। কিন্তু জবাবে ডাচরাও ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ঠিক সমান রান করে।

টাই হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানে দারুণ আধিপত্য দেখায় নেদারল্যান্ডস। ব্যাট হাতে ক্যারিবীয় পেসার জেসন হোল্ডারের ৬ বলে ৩০ রান তুলে ফেলেন ফন বিক, হাঁকান ৩টি করে চার ও ছক্কা। এরপর বল হাতেও জাদু দেখান তিনি। তার ওভারে ৩১ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে ৮ রানের বেশি করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এই হারে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন অনেকটাই শেষ হয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের! কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার সিক্সে উঠেছে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে। যেখানে সুপার সিক্সে ওঠা গ্রুপ 'এ' এর অন্য দুই দল জিম্বাবুয়ে ও নেদারল্যান্ডসের পয়েন্ট ২।

এর আগে নিকোলাস পুরানের অপরাজিত সেঞ্চুরি এবং শাই হোপ ও কিমো পলের ফিফটি ছুঁইছুঁই ইনিংসে ভর করে রানের পাহাড় দাঁড় করায় উইন্ডিজ। কিন্তু জবাবে নেদারল্যান্ডস শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষের বোলিং লাইনআপ ছন্নছাড়া করে দেয়। ৭৬ বলে ১১১ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন তেজা নিদামানুরু। এছাড়া ৪৭ বলে ৬৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস আসে অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডের ব্যাট থেকে। শেষ ২ ওভারে যখন ৩০ রান দরকার তখন ২৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ টাই করেন ভ্যান বিক। এরপর অবশ্য সুপার ওভারে দারুণ ব্যাটিং ও বোলিং করে ডাচদের জয় এনে দেন সেই ভ্যান বিকই।

কপাল খুলল রিঙ্কু সিংয়ের!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ আইপিএল টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন রিঙ্কু সিং। সেকারণেই কপাল খুলল তাঁর, সামনে এবার ভারতীয় ক্রিকেচ দলের দরজা খুলতে চলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে উড়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই সফরে তাদের টি-২০, ওয়ানডে এবং টেস্ট সিরিজ খেলতে হবে। আগামী ১২ জুলাই থেকে এই সিরিজ শুরু হতে চলেছে। গত শুক্রবারই বিসিসিআই টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ক্রিকেট এবং ওয়ানডে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এই দলে ইতিমধ্যেই যশস্বী জয়সওয়াল এবং মুকেশ কুমারের মতো ক্রিকেটাররা সুযোগ পেয়েছেন। যদিও এই সফরে যে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের আয়োজন করা হবে, সেই স্কোয়াড এখনও পর্যন্ত বিসিসিআই ঘোষণা করেনি। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদ থেকে জানা গিয়েছে, কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের তারকা ব্যাটার রিঙ্কু সিং ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ডেবিউ করতে চলেছেন। ২৫ বছর বয়সি এই ব্যাটিং তারকা ১৪ ম্যাচে ৪৭৪ রান করেছেন। তাঁর ব্যাটিং গড় ৫৯.২৫ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪৯.৫২।

সদ্যসমাপ্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রিঙ্কু সিং রাতারাতি তারকা হয়ে উঠেছিলেন। অহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে তিনি যশ দয়ালের শেষ ৫ বলে পাঁচটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি ৩৩ বলে ৬৭ রান করেন। রিঙ্কুর এই পাওয়ার হিটিং পারফরম্যান্সের দৌলতেই কলকাতা নাইট রাইডার্স ওই ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সকে ৩ উইকেটে পরাস্ত করেছিল।

টিম ইন্ডিয়ার তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া এই টি-২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন। শোনা যাচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই টি-২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়রদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকেই হার্দিক ২০ ওভারের ফরম্যাটে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

বিশ্বের সেরা তিন ব্যাটসম্যানের
নাম প্রকাশ করলেন আমির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার মোহাম্মদ আমির বিশ্বের অন্যতম সেরা তিন ব্যাটসম্যানের নাম প্রকাশ করেছেন। রোববার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ তিন ব্যাটসম্যান এবং বোলারের নাম প্রকাশ করেছেন আমির।

তিনি বলেন, টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির তিন ফরম্যাটেই বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হলেন বিরাট কোহলি। টেস্ট আর ওয়ানডের জন্য আমি বাবর আজমকে এগিয়ে রাখব। আর ভারতের তরুণ তারকা ওপেনার শুভমান গিল- আমি মনে করি সে ধারাবাহিক পারফর্ম করে ভবিষ্যত তারকা হয়ে উঠবে। বর্তমান বিশ্বে আমিরের দেখা সেরা তিন পেসারের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট অন্যতম। তাকে আমি নাম্বার ওয়ানেই রাখন। তারপর পাকিস্তানের তরুণ পেসার নাসিম শাহ আর অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। আর কোচ হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় দলের প্রধান কোচ মিকি আর্থারকে এগিয়ে রাখলেন আমির। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তান সেমিফাইনালে খেলবে- এমনটি জানিয়ে আমির বলে, পাকিস্তান বিশ্বকাপের শীর্ষ চারে থাকবে। এশিয়ার কন্ডিশনে খেলা হওয়ায় আমার বিশ্বাস বাবর আজমরা ভালো করবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR